KANDI RAJ COLLEGE

2ND SEM II (BENG-G-CC-T-2) Same
" " " (BENG GE - T.2) Syllabus
4TH " IV (BENG GE - T-2)

SYNOPSIS - 27

Dr. Shila Bhattacharyya
Dept. of Bengali
KANDI RAJ COLLEGE
MSD - W.B.

12.05.2020

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

বাংলা কাব্য জগতে রবীন্দ্রনাথের অবদান

রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বহুমুখী প্রতিভা সাহিত্যের নানা শাখাকেই অবলম্বন করেছিল ও শিল্পগুণে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর অবিভাবের ফলেই বাংলা সাহিত্য নানা দিকে পূর্ণবিকশিত হয়ে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পরিভূমি হয়েছে। তাঁর আত্মপরিচয়ে তিনি কবি ('আমি পৃথিবীর কবি'), বিশ্বসাহিত্যে তাঁর কবিপ্রতিভার স্বীকৃতি পেয়েছে - 'গীতাঞ্জলি' কাব্য তাঁকে নোবেল পুরস্কার এনে দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবন নানা ভাব পরিবর্তনের সূত্র অতিক্রমমান স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিণতি পেয়েছে। 'কবিকাহিনী' (১৮৭৮) থেকে শুরু করে 'শেষলেখা' পর্যন্ত তাঁর (৭৭-৮০ বছর বয়স পর্যন্ত) কবিতার ফসলের স্বীকৃত তথ্যগত পেয়েছে। এই পরিবর্তিত পর্যায়ের চিত্রিত কালানুক্রমিক ধারা নিম্নে দেওয়া হল :—

ক) প্রথম পর্ব - কবিকাহিনী থেকে ভগ্নহৃদয় ও সোনার তরী (১৮৭৮ - ১৮৯৫)
খ) দ্বিতীয় পর্ব - 'মানসী' থেকে 'কল্পনা' (১৮৯০ - ১৯০০)
গ) তৃতীয় পর্ব - 'নৈবেদ্য' থেকে 'গীতালি' (১৯০১ - ১৯১৪)
ঘ) চতুর্থ পর্ব 'বলাকা' থেকে 'পরিশেষ' (১৯১৬ - ১৯৩২)
ঙ) পঞ্চম পর্ব 'পূরবী' থেকে 'লিপিকা' (১৯৩২ - ১৯৩৭)
চ) ষষ্ঠ পর্ব 'প্রান্তিক' থেকে 'শেষলেখা' (১৯৩৮ - ১৯৪১)।

ক) প্রথম পর্ব - বৈশিষ্ট্য ও শিল্পগত সীমাবদ্ধতা যুক্ত কবিকাহিনী - বনফুল - ও প্রভাতসংগীত এই তিনটি কাব্যগ্রন্থের সম্পর্কে নিজে আমার - 'প্রভাতসংগীত পড়িবা মাত্র পৌঁছাইবে তাহার মূল্য আছে রবীন্দ্র ইতিহাসে, মনোবিজ্ঞানে।' তবে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও তাঁর নিজস্ব আত্মপ্রকাশের পথ প্রশস্ত হয়েছে 'সন্ধ্যাসংগীত', 'প্রভাতসংগীত', 'ছবি ও গান', 'ভগ্নহৃদয়', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালি', 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি হল :—

খ) দ্বিতীয় পর্ব - 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালি', 'কল্পনা' : কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি হল :—

শীলা ভট্টাচার্য
12.05.2020

'মেঘদূত', 'পূরবী', 'বলাকা', 'পলাতকা', 'জীবনদেবতা', 'উর্বশী', 'মানসসুন্দরী'।

গ) তৃতীয় পর্ব – 'নৈবেদ্য – খেয়া', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' – এই কাব্যগ্রন্থগুলি কবি রবীন্দ্রনাথের ভক্তিমূলক ও আধ্যাত্মিক মনোভাবের নিদর্শন। এর মধ্যে গোটা তিনেক গ্রন্থ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির, এই ~~পাশ্চাত্য~~ ভারতীয় সুরের পাশাপাশি ঔপনিষদিক জ্ঞান ও আধুনিক মানব প্রকৃতিপ্রীতির ও বৈষম্যবিরোধের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। সমকালীন রচিত অন্যের দুখানি কাব্যগ্রন্থ হল 'ফাল্গুনী' ও 'মহুয়া'।

ঘ) চতুর্থ পর্ব – 'বলাকা', 'পূরবী', 'মহুয়া' – এই তিনখানি কাব্যগ্রন্থে কবির নতুন জীবনদর্শনের পরিচয় ধরা পড়েছে। বলাকার কবি প্রথম মহাযুদ্ধের বিভীষিকা ও তারপরের প্রথম জগৎের (বিশ্বের কবিতা 'বলাকা' – শান্তিনিকেতন), 'পূরবী'তে জীবনস্মৃতির পটভূমিকায় (লীলাসঙ্গিনীর কবিতা) জগৎের, 'মহুয়া'য় প্রেমের নব-অনুভূতি প্রকাশিত (বিরহের কবিতা)।

ঙ) পঞ্চম পর্ব – 'পুনশ্চ', 'শেষসপ্তক', 'বীথিকা', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী' – কাব্যগ্রন্থগুলিতে রবীন্দ্রনাথ ছন্দ নিয়ে নতুন পরীক্ষা করেছেন। নতুনত্বের প্রকাশের মধ্যে হল কাব্যে গদ্যছন্দের উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি হল 'সাধারণ মেয়ে' (পুনশ্চ), 'বাঁশিওয়ালা' (শেষসপ্তক), 'খাপছাড়া' (বীথিকা), 'আমি' (শ্যামলী) – এই সব উল্লেখযোগ্য কবিতাই গদ্যছন্দে লিখিত।

চ) ষষ্ঠ বা শেষপর্ব – 'প্রান্তিক', 'আকাশপ্রদীপ', 'সেঁজুতি', 'নবজাতক', 'সানাই', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' – শেষলেখা – এই গ্রন্থগুলি রবীন্দ্রকাব্যমহিমার শেষ পরিচয় উপস্থাপিত করে। স্বল্পপরিসরে কাব্যগুলির চিত্রায় উদ্ভাসিত করেছে। বিষয় কাব্যগ্রন্থের সূচনায় এই অর্থাৎ করেন। -- 'সানাই' মানে 'আমি কবি পাড়ি দিব' – শেষ পর্বের শেষের মধ্যে আমি কবি পাড়ি দিব' – শেষ পর্বের কবিতায়। 'নবজাতক' গ্রন্থের 'প্রকৃতি' কবিতায়।

রবীন্দ্রনাথ 'শেষ লেখা' কবিতায় সেই অন্তর্যামী লীলাময়ী সত্তাকে সম্বোধন করে বলেছেন 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনাজালে হে ছলনাময়ী।'

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির পথ বা কাব্যসমুদ্র, বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। গভীর জ্ঞানমহিমা, ছন্দসৌষ্ঠব, বাঙ্ময়শালীনতা তাঁকে বিশ্বসেরা করেছে। বাংলা কাব্যকুমার সমৃদ্ধ শুধু করেনি – তাঁর পৌঁছে দিয়েছে বিশ্বসেরা, তাই তো রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি।

শীলাভট্টাচার্য
১২.০৬.২০২০